দৈনিক খবর

তারিখ ... 28 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

দুই পরিদর্শকের উল্টোপাল্টা রিপোর্ট

প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা অনুদান ঃ ফলাফল শূন্য

॥ আলতাফ মাহমুদ ॥

মাদ্রাসাটির জন্য প্রতিবছর লাখ লাখ টাকার সরকারী অনুদান যাচ্ছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য। কেবল টাকারই অপচয় হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত এগার বছরে দাখিল (১০ম শ্রেণী) পরীক্ষায় পাস করেছে মাত্র ২৪ জন।

গড়ে প্রতি বছর ২ জনের বেশী পাস করেনি।

একটি সূত্র জানিয়েছে, চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার পাথের ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসাটিতে গত ১১ বছরে যে ২৪ জন পাস করার গৌরব অর্জন করে তার মধ্যে মাত্র একজন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। বিগত '৮৮ সালে দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল ১৬ জন। কিন্তু পাসের মুখ দেখেনি একজনও। অথচ প্রতিবছর মাদ্রাসাটি সরকারী অনুদান পেয়েই যাচ্ছে। মাদ্রাসাটিতে শিক্ষক ও ছাত্র থাকার যে দাবী করা

২-এর পাতায় দেখুন

প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে খাতা-পত্তরে, কেন্দ্রীয় পরিদর্শক টিম খাতা-পত্তরেই তার এক-পঞ্চমাংশ দেখতে পাননি। এ বিষয়টি নিয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের পরিদর্শকদের মধ্যে লেখালেখির যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দূরবস্থা লেগেই আছে। ভুয়া মাদ্রাসা দেখিয়ে সরকারী অনুদার নেয়ার ঘটনা প্রচুর রয়েছে। সরকারও প্রতিবছর অনুদার অব্যাহত রেখেছে। মন্ত্রণালয় থেকে বার বার উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও মিথ্যা অজুহাতে ও ভুয়া মাদ্রাসার নামে অনুদান নেয়া বন্ধ করা যায়নি। কারণ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিদর্শকদের প্রতিবেদনে মারাত্মক অসামঞ্জস্য রয়ে যায়। রক্ষক ভক্ষক হবার মত ঘটনা লেগেই থাকে। কেউ লেখেন সত্য, কেউ লেখেন মিথ্যা। কোন কোন পরিদর্শকের প্রতিবেদনে মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টাও থেকে যায়।

জানা গেছে, পাথের ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা লাখ লাখ টাকার সরকারী অনুদান নিয়েও শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন অবদান তো রাখতে পারেইনি বরং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক এম রজব আলী যে প্রতিবেদন দিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ উল্টো একটা প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন কুমিল্লা আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিদর্শক কামাল উদ্দিন আহমেদ তালুকদার। মাদ্রাসার হাল-অবস্থা সম্পর্কে গত বছরের শেষ দিকে পৃথক যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তাতে বিস্ময়কর ব্যবধান। দুজন সরকারী কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্ব মারাত্মক রকমের। কোন্‌টি সত্যি আর কোন্‌টি মিথ্যা তা নিরূপণ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

অন্য একটি সূত্র জানায়, অভিযোগের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শক প্রতিবেদনের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, মাদ্রাসায় একটি ছাদবিহীন টিনের ঘর ও একটি একদিকে বেড়া বিশিষ্ট টিনের ঘর রয়েছে। মাদ্রাসায় কোন শৌচাগার ও নলকূপ নেই। মাদ্রাসায় মোট ৯ জোড়া বেঞ্চ, ৭টি চেয়ার, ৫টি টেবিল ও ৫ খানা ব্লাকবোর্ড রয়েছে। কিন্তু এর দু'মাস পরে কুমিল্লা আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, মাদ্রাসায় ২টি টিনের ঘর, ১টি আধাপাকা গৃহ ও নির্মাণাধীন দালান এবং ১টি কাঁচা পায়খানা ও কাঁচা প্রস্রাবখানা আছে। মাদ্রাসায় ২৪ জোড়া বেঞ্চ, ১২টি চেয়ার, ১১টি টেবিল, ১০ খানা ব্লাকবোর্ড ও ১টি আলমারী রয়েছে।

শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে অধিদপ্তরের পরিদর্শক বলেছেন, পরিদর্শনের সময় দাখিল শাখার (৫ম থেকে ১০ম শ্রেণী) ৩৪ জন এবং এবতেদায়ী শাখায় (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী) ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যায় হাজিরা খাতায় যথাক্রমে ১৫৬ ও ১৪৭ জন দাবী করা হলেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া গৃহ ও আসন সংখ্যার নিরীক্ষায় দেখা যায়, মাদ্রাসায় কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নেই। ঠিক এ অভিযোগের জবাবে আঞ্চলিক পরিদর্শক বলেছেন, তার পরিদর্শনকালে ২৯৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২৩৮ জন উপস্থিত ছিল। শ্রেণীওয়ারী উপস্থিতি দেখাতে গিয়ে তিনি প্রতিবেদনে লিখেছেনঃ ১ম শ্রেণীতে ৪৪ জনের মধ্যে ৩৫ জন, ২য় শ্রেণীর ৪৯ জনের মধ্যে ৩৭ জন, ৩য় শ্রেণীর ২৭ জনের মধ্যে ২২ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ২৯ জনের মধ্যে ২৪ জন, ৫ম শ্রেণীর ২৮ জনের মধ্যে ২৩ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ২৬ জনের মধ্যে ২১ জন, ৭ম শ্রেণীর ২৬ জনের মধ্যে ২২ জন, ৮ম শ্রেণীর ২৪ জনের মধ্যে ১৯ জন, ৯ম শ্রেণীর ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন এবং ১০ম শ্রেণীতে ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জন উপস্থিত ছিল।

মন্ত্রণালয়ের দুই স্তরের ওই দুইজন পরিদর্শক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ঘটনার প্রেক্ষিতে যে সুপারিশ পাঠিয়েছেন তাতেও বিপরীতমুখীনতা। অধিদপ্তরের পরিদর্শকঃ মাদ্রাসার সুপার দুই মাসাধিককাল অনুপস্থিত রয়েছেন। অননুমোদিতভাবে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আঞ্চলিক পরিদর্শক লিখেছেন ঃ রেকর্ডে দেখা যায়, মাদ্রাসার সুপার ২০-৫-৮৯ হতে ৮-৭-৮৯ পর্যন্ত স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটিতে ছিলেন। অধিদপ্তরের পরিদর্শক পুনরায় সুপারিশ করেনঃ মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় গৃহ ও আসবাবপত্র নেই। বিদ্যার্থীদের উপস্থিতি ও বিদ্যমান আসবাবপত্রের প্রেক্ষিতে ন্যূনতম ছাত্র-ছাত্রী নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া যথারীতি পূর্বাহ্নে সময়সূচী প্রেরণ করা সত্ত্বেও প্রেরিত পরিদর্শন বিবরণী পূরণ করা হয়নি। সফরসূচীর মধ্যে এমন কি পরিদর্শনের পরও এমন কোন রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করা হয়নি, যা পরিদর্শনের সহযোগিতায় এসেছে। কাজেই মাদ্রাসার সামগ্রিক উন্নয়ন ও উল্লেখিত যাবতীয় রেকর্ডপত্রাদি অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত মাদ্রাসার যাবতীয় অনুদান স্থগিত রাখার সুপারিশ করা হোল। এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিদর্শকের সুপারিশ হচ্ছে- মাদ্রাসা গৃহ ও আসবাবপত্র আছে এবং প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রী আছে। সুপারিনটেনডেন্ট পূর্বে সফরসূচী পাননি। পরিদর্শনের দিন মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট ছুটিতে ছিলেন বিধায় পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শকের নিকট মাদ্রাসার রেকর্ডপত্রাদি উপস্থাপন করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন।

জানা গেছে, মাদ্রাসার সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারেরই দু'জন পরিদর্শকের দু'রকমের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বেকায়দায় ফেলেছে। কোন্ পরিদর্শকের বক্তব্য কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন। একজন যা বলেছেন, তার উল্টোটা বলেছেন অন্যজন। এটা পরিদর্শন প্রতিবেদন নয়, বরং একজনের বক্তব্যের ওপর অন্যজনের প্রতিবাদ প্রতিবেদন বলে মন্তব্য করে একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, ঠিক এ কারণেই কর্তৃপক্ষ কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে পারেন না কোন ব্যাপারেই।